অন্য প্রকারে অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির সংকল্পে কর্ম্মীগণেরও নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ১১। ১৩ অধ্যায়ে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন। এইস্থানে অন্য প্রকার বলিবার উদ্দেশ্য এই—শ্রীভগবদ্ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণের সহিত যেমন পারমার্থিক নিত্যসম্বন্ধ অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ উভয় জন্মেই ভক্তিসাধক ভক্তগণের শ্রীগুরুচরণের সহিত আরাধ্য-আরাধক সম্বন্ধ যেমন নিত্য—কোনও সময়ে এই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ নাই, কর্ম্মী প্রভৃতির কিন্তু কেবল সাধন অবস্থাতেই শ্রীগুরুচরণের সহিত আরাধ্য-আরাধক সম্বন্ধ থাকে, সিদ্ধ অবস্থার সেই সম্বন্ধ থাকে না। এই অভিপ্রায়েই 'অন্যদা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি কর্ম্মীগণেরই নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভক্তিসাধক ভগবদ্ভক্তগণের পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্দৃষ্টি রাখা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা তো বলাই বাহুল্য। ১১।১৭ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৭ ॥

আচার্য্য গুরুকে আমাকে বলিয়াই জানিবে, কখনও অবমাননা করিবে না। মনুষ্য বুদ্ধিতে অসূয়া করিবে না, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবতা। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য আকারে মনুষ্যসমাজে আসিয়া মানুষের মত ব্যবহার করতঃ পারমার্থিক তত্ত্ব উপদেশ করিয়া আচরণ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব মানুষের মত দেখা যায় বলিয়া সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। এই শ্লোকটি ব্রহ্মচারিধর্ম্মবর্ণন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মীগণের পক্ষে পারমার্থিক তত্ত্বউপদেষ্টা শ্রীগুরুচরণের প্রতি যে ভগবদ্দৃষ্টি করা অবশ্যকর্ত্তব্য—সে কথা তো বলাই বাহুল্য ॥ ৭। ১৫। ২৬ শ্লোকে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃশ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ২৬ ॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্‌ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥ ২৭ ॥

যাহার সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ শ্রীগুরুদেবেতে মনুষ্যরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকে, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ প্রভৃতি হস্তিস্নানের মত বৃথা। এই শ্রীগুরুদেব